স্বাধীনতার সত্তর বছর পরে দেশের আপামর শ্রমজীবী, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের সামনে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে, জীবন-জীবিকা আজ এক সার্বিক ও সর্বগ্রাসী সংকটের মুখোমুখি। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে শ্রমজীবী মেহনতী মানুষের অর্জিত অধিকারগুলিকে কেড়ে নেবার জন্য নানা আইন করা হচ্ছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন- খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে উঠছে প্রতিদিন। এর ফলে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষোভ প্রতিনিয়ত বাড়ছে। আর এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ যাতে বর্তমান কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ না হয়, শ্রমজীবী মেহনতী মানুষ যাতে জোটবদ্ধ হয়ে মৌলিক দাবীগুলি আদায়ের জন্য সোচ্চার না হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্র সরকার এবং কিছু কর্পোরেট সুপরিকল্পিত ভাবে ধর্মীয় উন্মাদনা জাগিয়ে তুলতে অতি তৎপর। আর তাই স্লোগান উঠেছে -- 'বিকাশ নয় রামমন্দির চাই'। মানুষের দৃষ্টিকে মূল সমস্যাগুলির থেকে সরিয়ে দেওয়াই আসল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বর্তমান কেন্দ্র সরকার সব ধরণের প্রতিষ্ঠানের উপর আক্রমণ নামিয়ে এনেছে। শিক্ষা ক্ষেত্র এর ব্যতিক্রম নয়। দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে নেমে এসেছে ব্যাপক আক্রমণ। শিক্ষাক্ষেত্রে এই আক্রমণ আর্থিক ক্ষেত্রে যেমন আছে, বৌদ্ধিক ক্ষেত্রেও এই আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে সারা দেশের ও রাজ্যের অধ্যাপক সংগঠনগুলির সামনে হাজির হয়েছে এক অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি, যার মোকাবিলা করাই এখন আশু কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

Graded Autonomy -র নাম করে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে সরকারী অর্থ সাহায্য, চালু হচ্ছে সেলফ ফিনান্সিং নতুন নতুন কোর্স। যার ফলে আর্থিক ক্ষমতার সাথে অসম লড়াইয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে মেধা। তাই অটোনমি পাওয়া প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাই এখন রাস্তায় নেমেছেন এর সংগত বিরোধিতায়। **Institute of Eminence** এর নামে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসায়িদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে সরকারী অর্থ। এমনকি দিনের আলো না দেখা 'জিও বিশ্ববিদ্যালয়' কে হাজার কোটি টাকা উপহার দেওয়ার সরকারী প্রয়াস আপাতত স্থগিত হয়েছে দেশ জুড়ে প্রবল সমালোচনার চাপে। প্রস্তাবিত **HECI Act. 2018** নামক এই দানবীয় আইনে **UGC** তুলে দেওয়ার ভয়াবহ চক্রান্ত চলছে। শুধু তাই নয়, এই ভয়াবহ আইন কার্যকরী হলে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় যে ব্যাপক ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পাবে একথা বলাই বাহুল্য। কার বা কাদের স্বার্থে এই ভীষণ আইন লাগু করতে চাইছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার? এই আইন চালু হলে সবচেয়ে লাভবান হবেন সেই বেসরকারি পুঁজিপতিরা যারা চাইছেন সার্বিক উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে, খোলা বাজারে শিক্ষা ব্যবস্থাকে বদলে দিতে চাইছেন ব্যক্তিগত মুনাফায়। প্রস্তাবিত এই আইনে নেই কোনও সরকারী আর্থিক দায়বদ্ধতা, না রয়েছে উচ্চশিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষার প্রতি ন্যূনতম সম্মান; শুধু ও শুধুমাত্র সারাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্পোরেট প্রভুদের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র অগ্রাধিকার।

এর সঙ্গে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক কিছু বিষয় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। সিভিল ও আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং -এর পাঠ্যক্রমে বাস্তুশাস্ত্র পড়ানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। সঠিক সংস্কৃত উচ্চারণ করা যাবে না এই অছিলায় মধ্যপ্রদেশে মিড-ডে মিলের মেনু থেকে ডিম বাদ দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি গুজরাটে স্কুল-কলেজে ক্লাসে হাজিরা দেবার সময় **Yes Please/Present Please** এর বদলে জয়ভারত বা জয়হিন্দ বলার জন্য ফতোয়া জারি করা হয়েছে। বলা হচ্ছে ডারউইন-এর তত্ত্ব ভুল। দ্রোণাচার্যকে চিহ্নিত করা হচ্ছে ভারতের প্রথম নলজাতক হিসাবে। গণেশের মাথা দেখিয়ে বলা হচ্ছে -- এর থেকে প্রমাণিত হয় প্রাচীন ভারতে প্লাস্টিক সার্জারীর প্রচলন ছিল। এই ভাবে নানা অবৈজ্ঞানিক তত্ব হাজির করে এরা যেটা চাইছে তা হলো - **"Transform Indian mythology to indian history, Transform Indian theology to Indian philosophy".**

এ রাজ্যের বর্তমান শাসক দলও শিক্ষা ব্যবস্থাকে পণ্যে পরিণত করতে একইভাবে আগ্রহী। ইতিমধ্যেই ১০টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার ছাড়পত্র দিয়েছে এই সরকার। সারা রাজ্যে সরকারী নিয়ম নীতিকে কার্যত বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠেছে অজস্র বেসরকারি স্কুল ও কলেজ।বেসরকারি বি-এড কলেজগুলিতে যেভাবে টাকার মাধ্যমে প্রায় প্রকাশ্যে ডিগ্রি কেনা-বেচা চলছে তাতে লজ্জায় মুখ ঢাকা দায়। শিক্ষার মূল বৈশিষ্ট্য স্বাধিকার ও স্বশাসন বর্তমানে এই রাজ্যে বিলুপ্তপ্রায়। শিক্ষাক্ষেত্রে সীমাহীন নৈরাজ্যের ছবি আজ খবরের কাগজের পাতায়-পাতায়।

সারাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। সংগঠিত ও অসংগঠিত উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্পোরেট তোষণকারী, জনবিরোধী নীতির ফলে সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতি আজ বিপর্যস্ত। বেকারী ও কর্মহীনতা ভয়ংকর অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। পেট্রোপণ্য সহ সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, পরিবহন, বিদ্যুৎ, ওষুধ ইত্যাদির ব্যাপক ও অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি সমস্ত মানুষের ওপর ভয়াবহ প্রভাব ফেলেছে। এর ফলে দারিদ্র্য যেমন বাড়ছে তার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দরিদ্রের সংখ্যা। বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীদের চাপে সামাজিক ও কল্যাণমূলক পরিকল্পনা খাতে ব্যয় বরাদ্দ ক্রমশ কমছে, ফলে বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের বেঁচে থাকাটাই আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। ঐতিহ্যগত ভাবে যে কৃষি ভারতের কর্মসংস্থানের মূল উৎস তা আজ ভয়ংকর বিপদের সামনে। বেশী বেশী করে কৃষক জমি হারানোর ফলে ও কৃষিতে ক্রমবর্ধমান ক্ষতির কারণে বহু কৃষক কৃষি ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হচ্ছেন। কৃষিতে গভীর সংকটের প্রভাব ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়। সারা দেশের শ্রমিক সংগঠনগুলি তাই প্রধানত দাবী তুলেছে অবিলম্বে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে হবে, সীমাহীন বেকারি রোধ করে

সকলের জন্য কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে, সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনতে হবে, মূল্যসূচকের সাথে পরিবর্তন সাপেক্ষে ১৮,০০০ টাকা ন্যূনতম মাসিক বেতন ও ৬০০০ টাকা মাসিক পেনশন দিতে হবে।

একই রকম দুরবস্থায় শিকার সারাদেশের আংশিক সময়ের এবং চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকরা। এই শিক্ষকেরা দেশজুড়ে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচুর দায়িত্ব পালন করেন। অথচ এদের না আছে নির্দিষ্ট বেতনক্রম না আছে চাকুরীর কোন নির্দিষ্ট শর্তাবলী। এক কথায় বলতে গেলে শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে পণ্যে পরিণত করে, সকলের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগের দাবীকে নস্যাৎ করে একটি অভিজাত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছে কেন্দ্র সরকার।

সর্বভারতীয় অধ্যাপক ফেডারেশন ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি তাই মনে করে সারা দেশের ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনগুলির যাবতীয় দাবি যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত। অধ্যাপক সংগঠনগুলি একথা নিশ্চিতভাবেই মনে করে তাঁদের পেশাগত দাবিগুলি সাধারণ ভাবে এর থেকে পৃথক হলেও সারা দেশে আপামর শ্রমজীবী মানুষের এই লড়াই তাঁদের অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করে। উচ্চ শিক্ষার পরিসরে তৈরি হওয়া কোনও আন্দোলনও সামগ্রিকভাবে এই বৃহত্তর সংগ্রামের বাইরে নয়। অধ্যাপক আন্দোলনকে শ্রমজীবী মানুষের লড়াইয়ের সঙ্গে যুক্ত করা তাই আশু প্রয়োজন।

এই দাবিগুলি সমাজের সকলের, তাই আগামী ৮-৯ জানুয়ারি, ২০১৯ সারা দেশের ট্রেড ইউনিয়ান সংগঠনগুলির ডাকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করে একে সর্বাত্মক সফল করে তুলুল।

অধ্যাপক কেশব ভট্টাচার্য, সভাপতি এআইফুকটো (AIFUCTO) কর্তৃক প্রকাশিত